মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক পত্রিকা

জবরদখল

বর্ষ ৩ সংখ্যা ১০

দাম : ২ টাকা

বাম ঐক্য না শ্রেণী ঐক্য?

সনাতন সেপাই

'বাম ঐক্য-বাম ঐক্য' এইরকম একটা কলরব বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বেশ শোনা যাচ্ছে। কোনো রাজনৈতিক দলেরই আন্তরিক ইচ্ছা বা উদ্যোগকে আহত না করে, আমি 'বাম-ঐক্যের' বাহ্যিক ধারণাটিকেই চ্যালেঞ্জ করছি। ভারতবর্ষ সহ যেকোন দেশে দুটো কারণে গভীরভাবে বাম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে পারে। প্রথমটি—সব বামদলেরই সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবে ফসিল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে অথবা দ্বিতীয়টি—সমাজবিপ্লব আসন্ন এই অবস্থায় সব বাম দলই নিজ নিজ রাজনৈতিক অবস্থান-এর গণ্ডী ছেড়ে গোটা রাষ্ট্রকাঠামোকে "এক ধাক্কা আউর দো" সর্বহারার এই কেন্দ্রীয় ইচ্ছার বাস্তব প্রয়োগের প্রয়োজনে। বুদ্ধিমান পাঠক বর্তমান পরিস্থিতিকে যেকোন একটি ধরে নিতে পারেন—কোনটি ধরবেন সেটি নির্বাচনের ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দিলাম।

আসলে কাগজে কলমে বাম ঐক্য আর তার প্রকৃত প্রয়োগ—এই দুই বিষয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। বিষয়টি দুরূহ ও তাত্ত্বিক ভাবে যথেষ্ট জটিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির যা তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার তফাৎ—যা কিনা এত বছরেও এক চুলও কমেনি তা হঠাৎ ঝেড়ে ফেলা সম্ভব? প্রত্যেক দলের কর্মীদের মধ্যে আলোচনায় একটা সাধারণ (common) সিদ্ধান্ত হিসাবে তা উঠে আসা সম্ভব? বরং উল্টোটা করলেই তো ভাল।

প্রত্যেক বামদল তাদের গৃহীত রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সূচীমুখ কিভাবে সামন্তবাদ- পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরও ধারালো ও তীক্ষ্ম করতে পারে এই প্রসঙ্গে ধারাবাহিক আন্তঃদলীয় সংগ্রাম ও আলোচনা চালানো বেশী কার্যকরী। এর জন্য অন্য বামদলের সাথে ঐক্যের কি প্রয়োজন—সেকথা আমজনতার বোঝা মুশকিল। যেমন—সি.পি.আই-এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ঐক্য সি.পি.আই.(এম) এর সঠিক রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণে কোন কাজে লাগবে? SUCI (C) ও CPI (M-L) নিজ নিজ রাজনৈতিক লাইন বিসর্জন দিয়ে একই আন্দোলনে যোগ দেবে কিভাবে? প্রত্যেক দলেরই সর্বোচ্চ সম্মেলনে (কংগ্রেস) গৃহীত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ এভাবে ঘটানো যাবে তো? গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সঠিকতাই বা কিভাবে পরবর্তীকালে বিবেচিত হবে? সব থেকে সহজ ও নির্বিষ উদাহরণ হলো সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াই। ভারতবর্ষ-সহ সমগ্র বিশ্বে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উৎস ও প্রভাব নিয়ে প্রত্যেক বাম রাজনৈতিক দলেরই নিজস্ব অভিমত আছে। এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের কর্ম, স্লোগান সব ঠিক হবে। অহেতুক ঐক্যবদ্ধ লড়াই লড়তে যাওয়া অনেকটা 'গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার' মতো। বিশ্লেষণের বিভিন্নতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ঘটনা আবার কোনো সাধারণ আন্দোলনে মতধারার বিভিন্নতা মূল কর্মকান্ডকেই লঘু ও ভোঁতা করে দেয়। ফলতঃ ঐক্যবদ্ধ লড়াই হয়তো হয় কিন্তু শক্তিশালী লড়াই হয় না। অবশ্য দাঙ্গা পরিস্থিতির কথা আলাদা। সে সময় স্থানীয় স্তরে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ব্যাপক ঐক্য তৈরী হয়ে যায়—দাঙ্গার প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণকে দূরে ঠেলে। কিন্তু এই জরুরী প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার তাত্ত্বিক- রাজনৈতিক ব্যাখ্যার কাজটি অবহেলা করা চলে না। একাজ কিন্তু প্রত্যেক বাম দলের অভ্যন্তরীণ কাজ—সব বাম দলের মিলেজুলে করার নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে ঐক্যবদ্ধ বাম আন্দোলনে অনেক বেশী মানুষ অংশগ্রহণ করবেন এবং তা জনমানসে প্রভাব বিস্তার করবে। এটাও তাত্ত্বিক বিতর্ক। 'সম্মিলিত ইচ্ছা' বিবর্জিত লোকবৃদ্ধি কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজে দেয় কিনা ভেবে দেখা দরকার। বামপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দ কি বলেন? তারাই তো সবথেকে বেশী ভুক্তভোগী। একটি সাধারণ (common) আন্দোলনে নিজ দলের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হাজির করা উপস্থিত জনতার মধ্যে কি সুপ্রভাব ফেলে? আমার ব্যক্তিগত মত হলো ভারতবর্ষের কোনো 'বড়' বাম দলের সঙ্গেই মানুষ কম নেই। সেই মানুষ সংখ্যা হয়েই থাকবে, 'বস্তুগত শক্তি' হয়ে উঠবে না যদি না মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঞ্জীবনী সুধা তাদের মধ্যে সঞ্চাত করা যায়। এই কর্তব্য ও দায়িত্ব কোনো বামদলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা—সবাই মিলে করার নয়।

কোনো দেশে অনেকগুলি বামপন্থী দল থাকলে অসুবিধাই বা কি? অন্যভাবেও তো বিষয়টি আমরা দেখতে পারি। কিভাবে শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ধ্বংস করা যাবে সে বিষয়ে শোষিত শ্রেণীগুলির চিন্তার ঐক্যহীনতা থেকেই তো আলাদা আলাদা বামদলের জন্ম। যদি প্রত্যেকটি দল নিজ বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তা অনেক বেশী ফলদায়ী হবে। আমরা ছোট দল আমরা কিই বা করতে পারি—নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার এটা অজুহাতমাত্র— আখেরে এটাও সংগ্রাম বিমুখতা। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আক্রমণ করলে রাষ্ট্র তার উপর আক্রমণের বিভিন্নতা ও ব্যাপকতায় হতচকিত বোধ করবে, শোষক শ্রেণীগুলির মধ্যে ফাটল ধরবে। তখনই পুঁজিবাদের প্রতি আদর্শগত মোহগ্রস্ততা কাটার বাস্তব জমি তৈরী হবে এবং মেহনতী জনগণের ব্যাপক শ্রেণিঐক্যর পথ সুপ্রশস্ত হবে। এই শ্রেণী ঐক্যের আলোকেই একমাত্র বামপন্থী দলগুলির নিজ নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিকতা/ বেঠিকতা অনুধাবন করা সম্ভব—বামদলের ঐক্য এই সমস্ত প্রশ্নে একান্তভাবেই অকার্যকরী। বিপ্লবী অভ্যুত্থান এর পূর্ববর্তীকালে সর্বহারা শ্রেণীর ব্যাপক ও দুর্ভেদ্য ঐক্য তৈরী করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া বামপন্থী দলগুলির আর কিছু করার আছে বলে আমি মনে করি না। এই কাজে স্থানীয় সরকারগুলিতে অংশগ্রহণ, রিলিফ ওয়ার্ক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। হাতের কাছে সর্বোত্তম উদাহরণ ১৯৭৭-১৯৯১ এর বামফ্রন্ট সরকার। রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী কোনো সরকারে অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা এই বিতর্কে ঢুকে খেই হারিয়ে ফেলা কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ই নয়। আবার সব সরকারই রাষ্ট্রের দালাল—এতে আমরা কেউ অংশগ্রহণ করব না—চল অস্ত্র ধরি—এই সিদ্ধান্ত সর্বহারা শ্রেণীর ঐক্য তৈরীতে

এর পর পঞ্চম পৃষ্ঠায়

'জবর দখল'

মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক পত্রিকা

সম্পাদকমণ্ডলী

অরিত্র বসু, ঐশ্বর্য বিশ্বাস, প্রতীপ রায়,
মূর্ছনা পাণ্ডা, শুভাশিস দাস

কোষাধ্যক্ষ

সোহিনী সাহা

যোগাযোগ : ১বি, সিমলাই পাড়া লেন,
পাইক পাড়া, কলকাতা-৭০০০০২

ফোন : **৯১৬৩৯২১৯৯৮/৭২৭৮৫০১২৮৪**

Email : **editor.jobordokhol@gmail.com**

কিউবার বৈদুতিকরণ প্রোজেক্ট

আধুনিকীকরণের পথের প্রবর্তনে

লরেনা স্যাঞ্জেজ
অস্কার স্যাঞ্জেজ সেরা

ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস অনুমোদিত নির্দেশিকা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে কার্যকরী শক্তির উৎপাদন কিউবার অর্থনীতির অন্যতম কাঠামো পরিবর্তনগুলির একটি।

অন্য কথায় এই ক্ষেত্রটিই হল অন্য সমস্ত পরিকল্পিত রূপান্তরগুলি দাঁড়ানোর ভিত্তি, তাই বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সময়ের চেয়ে এগিয়ে থেকেই এই ক্ষেত্রটির বিকাশ ঘটাতেই হবে।

কিউবা বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যহারের মাধ্যমে ৯৬% বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই পরিসংখ্যান অনুসারে এটি একটি অর্থনীতি যা আমদানি সংক্রান্ত ব্যয়বহুল উৎপাদন খরচের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল।

এই কারণে, মন্ত্রিপরিষদ ২১ জুন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসে ভবিষ্যত উন্নয়ন এবং জ্বালানির উপযুক্ত ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি অনুমোদন করে। দেশের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহারের দায়িত্ব দিয়ে এই নীতির ভার দেওয়া হয় সরকারি কমিশনের উপর।

নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কমিশনের প্রধান মেরিনো মুরিল জর্জের কথায়, অর্থনীতির একটি কাঠামো সমস্যার সমাধান হিসাবে এই নীতিটি গৃহীত হয়েছে, কিউবার শক্তি ব্যবস্থাপনাকে বদলাতে। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিনিয়োগ ব্যয় কম হলেও,তার প্রয়োগগত খরচ বেশি হয়; অথচ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ঠিক বিপরীত—প্রতি কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদনে খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

সাম্প্রতিকতম জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ফলাফল অনুসারে, শক্তির স্বাধীনতার লক্ষকে দীর্ঘমেয়াদি করতে আগামী ১৫ বছরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের উন্নয়নে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার লগ্নি করা হবে, এটি হবে সমস্ত ভবিষ্যত প্রকল্পগুলির ভিত্তি যা অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখবে।

আখজাত জৈবপদার্থ, বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি ও জলশক্তি:

জ্বালানি ও খনি মন্ত্রকের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির পরিচালক রসেল গুয়েরা ক্যাম্পানা-র মতে, "তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি উচ্চমাত্রায় জ্বালানি খরচ করার মাধ্যমে কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয়কে সরাসরি প্রভাবিত করার কারনে অকার্যকরি, যা গার্হস্থ অর্থনীতির পণ্য ও পরিষেবাগুলির প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করে"।

গুয়েরা ক্যাম্পানা যোগ করেন যে, এই ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে আখজাত জৈবপদার্থের কেন্দ্রগুলিতে স্থাপিত ১৯টি বায়ো-ইলেকট্রিক ফেসিলিটি থেকে, "(যারা) জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সক্রিয় অবস্থায় একটি ধারাবাহিক ও স্থিতিশীল জোগান গ্রাহকদের কাছে পৌঁছতে প্রয়োজনীয় স্থিতিমাপগুলিকে বজায় রাখে, বিদ্যুৎ পরিষেবার গুণের ক্ষেত্রে যা একটি মৌলিক বিষয় এবং সুতরাং এই শক্তি একই উপায়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এ বিষয়ে অধিকতর বিনিয়োগকে উপেক্ষা করেই, যেগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করে"।

বায়ুশক্তির ক্ষেত্রে, দেশে ৪টি বায়ুকল আছে যারা মোট ১১,৭০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করে। পরিচালকের মতে, ২০০৫ সাল থেকে তিন বছরেরও বেশী সময় ধরে কিউবায় বায়ুশক্তির সম্ভাবনাগুলিকে গবেষণা করতে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়, যার মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশের ২৩টি অঞ্চলে ৫০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ৮৮টি স্বয়ংক্রিয় বায়ু পরিমাপক স্টেশনের একটি নেটওয়ার্ক এবং ১০০ মিটার উচ্চতা অবধি পরিমেয় ১২টি আবহাওয়া রেফারেন্স স্টেশনের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে।

দেশে সৌরশক্তির ক্ষমতার পরিমাণ দিনপ্রতি একক

এর পর সপ্তম পৃষ্ঠায়

২রা সেপ্টেম্বর-এর শ্রমিক ধর্মঘট

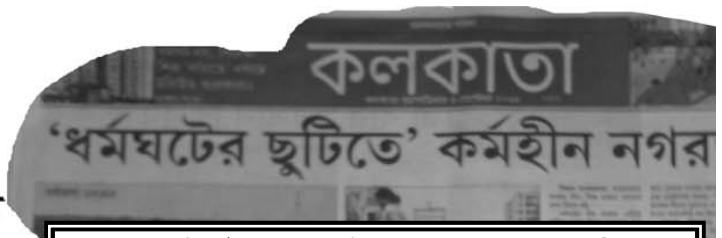

মালিক শ্রেণীর আর্তনাদ

সমাজ পরিবর্তনের সমস্ত ইতিহাসই কোন না কোন শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের ইতিহাস-উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর কর্তৃত্ব কায়েমের ইতিহাস। ইতিহাসের সেই গতিপথে কেবল সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলই পারে মেহনতী জনগণের অধিকারকে সেই মাত্রায় পৌঁছে দিতে, যা এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে। 'জবরদখল' এই লড়াই-এর এক হাতিয়ার হয়ে ওঠার লক্ষ্য ঘোষণা করছে।

সম্পাদকীয়

ধর্মঘট থেকে উঠে আসছে কোন পথের দিশা?

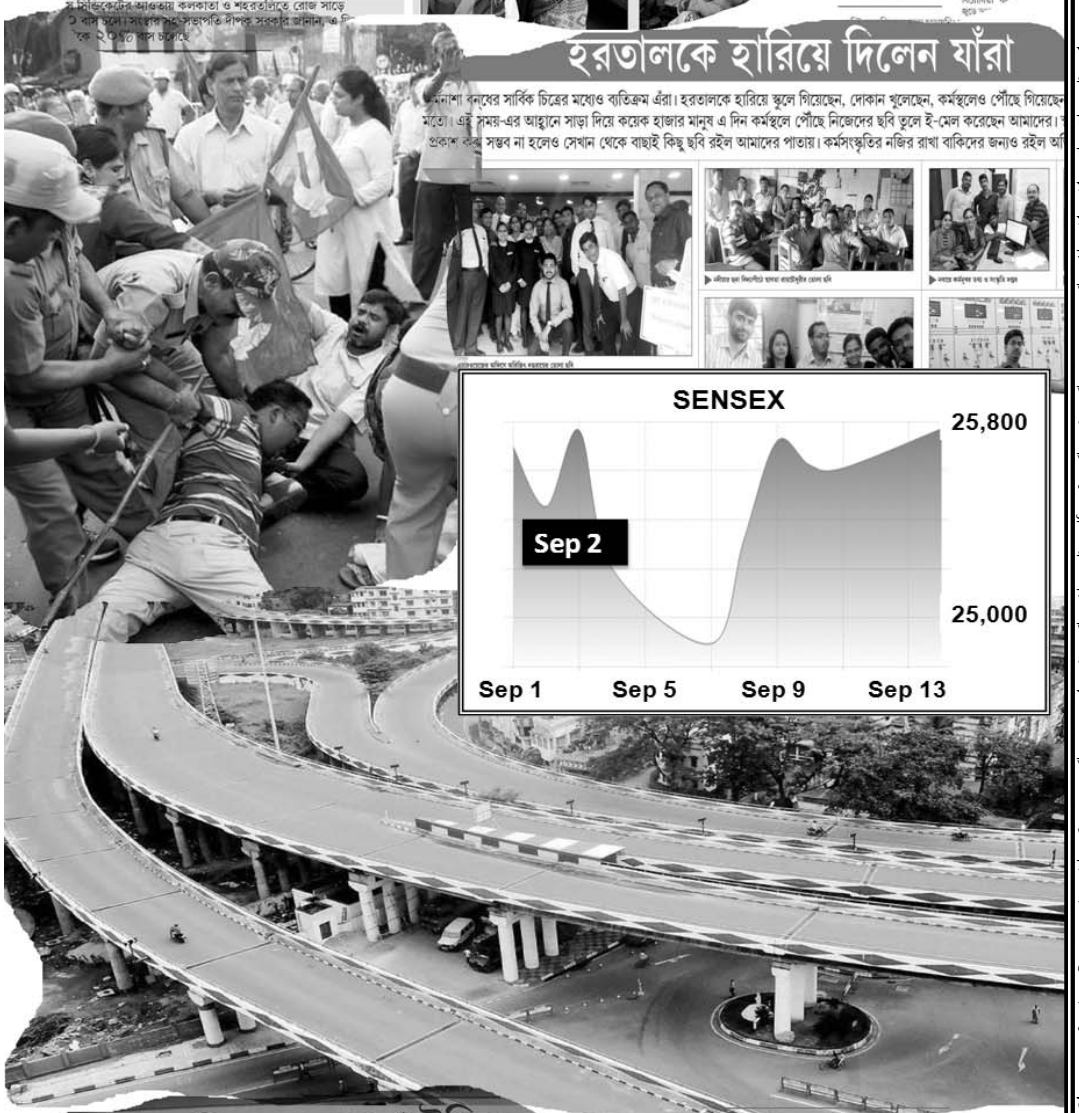

শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আজকের দিনে তিনটি প্রচলিত মতধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি, মালিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ মতামত, 'কর্মনাশা দিন'—'শ্রমদিবস নষ্ট'—'ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি'। এই প্রচার সবচেয়ে বেশি করে চালায় সংবাদপত্র আর টিভি-নিউজ চ্যানেলগুলো এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি। দ্বিতীয়টি, ঠিক এর বিপরীত, শ্রমিক নেতাদের চেতাব্‌নি,—জনবিরোধী সরকারকে শ্রমিকদের তরফ থেকে এক 'ওয়ার্নিং বেল' হিসাবে ধর্মঘট। তৃতীয়টি, সন্ন্যাসীর বেশে রাবণের সীতাহরণের মতোই মালিকের কথা শ্রমিকদরদী কণ্ঠস্বরে, 'ধর্মঘটে কি কোন লাভ হয়?'—'ধর্মঘটের অস্ত্র বারবার ব্যবহারে তাকে ভোঁতা করা'—'শ্রমিকের একদিনের 'রোজ' নষ্ট', ইত্যাদি।

শত-সহস্র বছর ধরে ঠকবার অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা আধা-নিরক্ষর মেহনতী জনগণ উত্তরাধিকার বলেই অতি দ্রুত চিনে ফেলে 'তৃতীয় পক্ষ'-দের ভন্ড দরদকে। নিজের 'রোজ' ছেড়েই তারা ধর্মঘটে নামল। এঁরাও থেমে থাকার পাত্র নন, নতুন দরদী তত্ত্বের জিগির তুললেন—'জবলেস্ গ্রোথ'। অথাৎ শ্রমিক ছাড়াই, শ্রম ছাড়াই অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে। একদিকে 'অটোমেশন'-এর বলে উৎপাদন আর অন্যদিকে 'মানি মার্কেট'-এ টাকা খাটিয়ে টাকা তৈরী—শ্রমের ভূমিকাই অর্থনীতিতে আজ নগণ্য। প্রচার চলছিল ভালই। কিন্তু ফাঁপরে ফেলে দিলে ২রা সেপ্টেম্বর; গোটা ভারতব্যাপী ধর্মঘটের ব্যাপকতাই আঘাত হানল; 'প্রথমপক্ষ' প্রকাশ করে ফেলল 'তৃতীয় পক্ষ'-এর তত্ত্বের দেউলিয়াপনা। 'অ্যাসোচেম' ঘোষণা করল এই ধর্মঘটে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। খবরের কাগজ আর চ্যানেলগুলো ফলাও করে প্রকাশিত করলও কথাটা। কিন্তু মশাই, এখানেই যে ঘটে গেল গোলযোগটা! সর্বভারতীয় শ্রমিক নেতা কমঃ তপন সেন জানান এদিন ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন সবক্ষেত্র মিলিয়ে প্রায় ১৫ কোটি শ্রমিক, যা আদতে দেশের মোট শ্রমজীবী মানুষ (প্রায় ৫০ কোটি, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী)-এর ৩০ শতাংশ। কিন্তু দেশের জাতীয় উৎপাদন তথা জিডিপি দিনে গড়ে প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা, যার ৬৫% (অর্থাৎ ২৫ হাজার কোটি) ক্ষতি হয়েছে এই ধর্মঘটে। উপরন্তু, গত ৭-৮ বছরে যে কয়টি সর্বভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে, সেই দিনগুলির আশেপাশে তাকলেই দেখা যায়, ধর্মঘটের দিন বা তার প্রাক্কালে একবার এবং তার দিন-পাঁচেকের মধ্যেই আরেকবার বড়ো আকারে কেমন ধ্বস নেমেছে শেয়ার মার্কেটে, ঠিক ভূমিকম্পের প্রথম 'পাল্‌স্' আর দ্বিতীয়বার 'আফটার শক্'-এর মতোই।

এসব কথা কোন বার্তা দিচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষের মতধারার শ্রমিক নেতাদের? শ্রমিকদের ন্যূনমত মজুরি আর শ্রম আইনের সংস্কারকে কেন্দ্র করে তাঁদের যে হুঁশিয়ারি, অর্থাৎ মালিকশ্রেণীর চরম কর্তৃত্বে চালানো এই ব্যবস্থায় মেহনতী মানুষের ন্যূনমত অধিকার অর্জনের যে মতধারা থেকে ডাকা শ্রমিক ধর্মঘট, তা জন্ম দিচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন এক ধারার। এটুকুর মধ্যে আর থেমে থাকা যাবে না। আজকের অর্থনীতির বিকাশে শ্রমিক ও শ্রমের ভূমিকা ক্রমশ লোপ পাওয়ার যে তত্ত্ব, তার ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে এই ধর্মঘট প্রকাশ করছে যে দেশের অর্থনীতির ৬৫% আজ ৩০% শ্রমজীবীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, আমরা বলছি, শ্রমজীবী মানুষের এখন পর্যন্ত সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ ত্রিশভাগের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় তথা কর্তৃত্বে অর্থনীতির সিংহভাগ নিয়ে আসার যে দিক উন্মোচিত হচ্ছে আজকের ঘটনাবলীর থেকে, সে বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হোক এখনই।

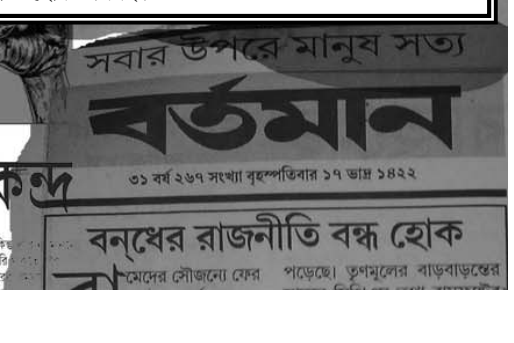

এ যুগের শ্রমিক আন্দোলনের দুই ধারা

বাসুদেব নাগ চৌধুরী

গত বিশ বছরে আমাদের চারপাশের সমাজ ও প্রকৃতি-র চেহারাটাই বদলে গেছে। আর তার সাথে সাথে দুনিয়াজোড়া মেহনতী মানুষের লড়াইয়ের প্রাণকেন্দ্র যে কমিউনিস্ট মতাদর্শ এবং তার আশে-পাশে বেড়ে ওঠা বামপন্থী আন্দোলন, তার ক্ষেত্রেও ঘটে গেছে একটা আমূল পরিবর্তন। তাদের নিজস্ব বিতর্কের মর্মবস্তুটাই নতুন রূপ ধারণ করেছে। যে চিরাচরিত 'বিপ্লবী' লাইন ও 'সংশোধনবাদী' লইনের দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে বিকশিত হয়ে এসেছে কমিউনিস্ট আদর্শ, তা আজ দৃশ্যতঃ লুপ্ত। 'বিপ্লব' শব্দটা অবশ্য হারিয়ে যায়নি, উল্টে রাজনীতির বিশ্ববাজারে তার 'মার্কেট ভ্যালু' আজও বিশাল, যদিও 'সংশোধনবাদ' শব্দটার কারখানা 'লক আউট' হয়ে গিয়েছে।

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী পার্টিগুলোর অ্যাজেন্ডা ও তাদের অভ্যন্তরীণ বিতর্কগুলির দিকে তাকালেই দেখা যায়, এ যুগে তাদের দ্বন্দ্বের মর্মবস্তু হল 'নয়াউদারবাদী' লাইন বনাম 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি'। একদিকে আধুনিক সুবিশাল শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থে এবং 'জবলেস্ গ্রোথ'-এর বিরোধিতার নামে আদতে বড়ো বড়ো কর্পোরেটদের অ্যাজেন্ডাতেই পার্টিগুলোকে চালাতে চাইছে 'প্রথম লাইন'; আর অন্যদিকে, 'দ্বিতীয় লাইন' চাইছে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শেষ সম্বল রক্ষা আর 'সরকারি মিতব্যায়িতা'-র বিরোধিতার নামে ছোট ও মাঝারি-মালিকানা নির্ভর প্রতিযোগিতার যুগে ফিরে যেতে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকগুলির বিষয়ে প্রথম পক্ষ প্রশ্নগুলোকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় এই বলে যে, প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বই মানবসভ্যতার এগিয়ে চলার ইতিহাস; আর দ্বিতীয় পক্ষ চায় এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে মানুষের 'ভোগবাদী লিপ্সা'কে নিয়ন্ত্রণ করতে।

চীনদেশের এই 'নয়াউদারবাদী' লাইনের কমিউনিস্ট নেতারা, যাঁরা দেঙ্ জিয়াও পিঙ-এর "উন্নয়ন এক লৌহকঠোর বাস্তবতা"—স্লোগানটিকে সামনে রেখেই চলেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য বো জি লাই আওয়াজ তোলেন "জনগণের জীবন-জীবিকাও এক লৌহকঠোর বাস্তবতা"। লাটিন দেশগুলিতে উগো সাভেজ, ইভো মোরালেজ ও রাফায়েল কোরেয়া-র উত্থান আদতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিরই ধারনার বাস্তবায়ন। ভারতবর্ষে শিল্পায়ন ও জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে সিপিআই (এম), যা এদেশের সবচেয়ে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি, তার কার্যত সমান্তরাল দুই শিবিরে পরিণত হওয়া এবং বাকী সব বামদলগুলোর 'পোলারাইজড্' হয়ে তারই দুপাশে ভিড় করার ঘটনাও আসলে এই দুই লাইনের দ্বন্দ্বেরই আত্মপ্রকাশ। ইউরোপের বুকে গ্রিসে সাইরিজা, স্পেনে পোডেমস, ইতালিতে ফাইভস্টার আন্দোলন-কে কেন্দ্র করে, তাদের ঐক্য ও ভাঙ্গনের মূলেও কাজ করছে এই 'নয়া উদরবাদী' লাইন বনাম 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি'-র দ্বন্দ্বই। আমেরিকার ওয়ালস্ট্রিট দখলের আন্দোলনের অন্যতম ডেমোক্র্যাট নেতা স্যান্ডরস্ কিংবা সদ্য ইউকে-র লেবার পার্টির নেতা হিসাবে উঠে আসা করবীনও প্রথম লাইনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লাইনেরই প্রবক্তা। এসব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেবল এ বিষয়টাই যে এই দুই লাইনেরই গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীগত সামাজিক ভিত্তি আজ দুনিয়াজুড়ে বিরাজ করছে।

গত দু'শ বছরের ইতিহাস অনিবার্যভাবেই আমাদের এনে ফেলেছে আজকের নয়া উদারবাদের জমানায় যখন আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজি গোটা বিশ্বের মেহনতী মানুষকে ভাগ করেছে কতগুলি মুদ্রা-অঞ্চলে (যেমন ডলার, ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, রুপি ইত্যাদি), আর প্রতিটি মুদ্রা-অঞ্চলের মেহনতী মানুষকে আবার একচেটিয়া (মনোপলি আর অলিগোপলি দুই-ই) শিল্পক্ষেত্রে (কম সংখ্যায়) এবং ছোট-মাঝারি উৎপাদন ক্ষেত্রের অবাধ প্রতিযোগিতায় (বিশাল সংখ্যায়)। মেহনতী মানুষের খাটুনির না পাওয়া দাম তথা 'সারপ্লাস'-এর বড়ো অংশ আজ ছোট উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে চলে যায় বড়ো বিনিয়োগকারীর হাতে, আর কম দামী মুদ্রা-অঞ্চল থেকে বেশি দামী মুদ্রা-অঞ্চলে,— মুদ্রা মারফৎ বিনিময়ের ব্যবস্থায় ঢুকে থাকা জটিল হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে; যদিও আদতে একটা সরল বিশ্বদর্শন অনুসারে—'যার যতো ইনভেস্টমেন্ট, তার ততো প্রফিট।' আর এর ফলেই ছোট উৎপাদন ক্ষেত্র আর কম দামী মুদ্রা-অঞ্চলের মেহনতী মানুষের থেকে তোলা 'সারপ্লাস'-এর অংশ থেকে ভোজের ভাগ দেওয়া হয় বড় বড় শিল্পক্ষেত্র আর বেশি দামী মুদ্রা-অঞ্চলের শ্রমিক-কর্মচারীদেরও। ফলে দামী মুদ্রা-অঞ্চলের বড় শিল্পের শ্রমিকরাই কেবল নয়, প্রতিটি মুদ্রা-অঞ্চলের বড়ো শিল্পক্ষেত্রের এহেন শ্রমিকরাও মালিকের জন্য 'সারপ্লাস' তৈরী করার বদলে উল্টে ছোট উৎপাদনের

এর পর পঞ্চম পৃষ্ঠায়

ওদের ভয়

গোরখ পান্ডে

ওরা ভয় পায়
কিসে ভয় পায় ওরা
সকল ধন-দৌলত
গোলা-বারুদ পুলিশ-ফৌজ সত্ত্বেও?
ওরা ভয় পায়
যে একদিন
অসহায় আর গরীব লোক
ওদেরকে ভয় করা
বন্ধ করে দেবে।

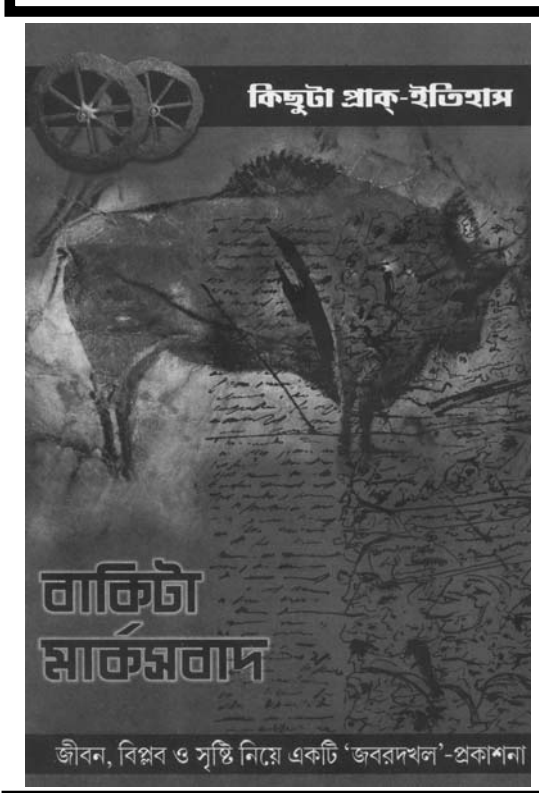

বইটির কপির জন্য আগ্রহী পাঠকেরা যোগাযোগ করুন
ফোন : ৯১৬৩৯২১৯৯৮/৭২৭৮৫০১২৮৪

যে কারিগরী থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান

দীপজ্যোতি দাস

এই ব্যাপারে বেশীরভাগ ঐতিহাসিকেরাই একমত হবেন যে, মোটামুটি ১৪৫০ থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে ইউরোপে একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছিল, যার দ্বারা নতুন জ্ঞান আহরণের উপায় পাওয়া গেছিল, যেটাকে এখন আমরা 'আধুনিক বিজ্ঞান' বলে থাকি। কয়েকজন আবার এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিকে বিজ্ঞানের বিপ্লবও বলে থাকেন। খুবই দীর্ঘ সময় লেগেছিল, সম্ভবত চারটি শতক জুড়ে, একে বিপ্লব বলতে। এটি অনেকগুলি জটিল সামাজিক প্রবাহের মিশ্রণ ছিল। এটা যাই ছিল বা ছিল না, কিন্তু আমরা, আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে যেভাবে বুঝি তার ধারণাটাকেই পরিবর্তন করে দিল।

'বিজ্ঞানের বিপ্লব' শব্দটা খুবই নতুন। ১৯৩০ সালে ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার কোয়ার-এর প্রবক্তা। কোয়ার-এর কাজের নির্যাস আসলে দুটো ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে— (i) একগুচ্ছ ইউরোপীয় চিন্তাবিদ—যেমন ফ্রান্সিস বেকন, নিকোলাস কোপানির্কাস, গ্যালিলিও, রেনে দেকার্তে, আইজাক নিউটন... এদের এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। এই সময়ের বিজ্ঞানের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে এই 'মহান' মানুষদের কার্যকলাপ ও ধ্যানধারণাই প্রভুত্ব করে। (ii) দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান বিপ্লবকে "প্রকৃতির গাণিতিকীকরণ' হিসাবে দেখা হত। বিজ্ঞানের গাণিতিক দৃষ্টিকোণের উপর জোর দিতে গিয়ে এর পরীক্ষাভিত্তিক দৃষ্টিকোণকে এড়িয়ে যাওয়া হতে থাকল, যেটা বিজ্ঞান গবেষণাকে জ্ঞান তৈরীর অন্য কিছুর থেকে পার্থক্য করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা আসার অনেক আগে থেকেই পরীক্ষার এই প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ কারিগর ও শ্রমজীবীদের কর্মশালায় উন্নত হচ্ছিল। ১৩ শতাব্দীতে কারিগরী জ্ঞানের এই সুপরিকল্পিত উত্থান "বিজ্ঞান বিপ্লবের" যুগকে তৈরী করছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিকরা জোর দিয়ে বলেন যে বিজ্ঞান বিপ্লবের এই প্রক্রিয়াটা বুঝতে হলে আমাদের আরও ব্যাপক ভিত্তিকে ধরতে হবে—সেই সময়ে সাধারণ মানুষের বড় অংশটা কি করছিল? তারা কি শুধুমাত্র এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরের দর্শক মাত্র ছিল? নাকি তারাও এতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল? ১৫০০ ও তার পর থেকে আমরা আগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থেকে পঠনপাঠনের বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়ার একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এমনকি ১৬০০ এর মাঝামাঝি থেকে খুবই ভিন্ন উদ্দেশ্য ও পাঠক্রম-এর নতুন ধরণের শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান আসছিল ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায়। কোথায় এই পরিবর্তনগুলো ঘটেছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে না বাইরে রাস্তায়? কিভাবে পাঠ্যবিষয়কে বেছে নেওয়া হচ্ছিল? এই জটিল ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে আমাদের শ্রমজীবী মানুষের অবদানকে ধরতেই হবে, সেই সময়ের কাঁচ তৈরীকারী, রঙ তৈরীকারী, জরিপ, কলমিস্ত্রি, ঘড়ি তৈরীকারী, কামার, তাম্রকার, চোলাই তৈরীকারী, রুটিওয়ালা, খনিশ্রমিক, দাইমা। আমরা সেই ইতিহাসকে দেখতে যাচ্ছি খুবই ভিন্ন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে, যেটাকে কখনও বলা হয়, জনগনের ইতিহাস—অর্থাৎ সমাজর সাধারণ শ্রমজীবির চোখে ইতিহাস। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও জীবিকার বিশেষতঃ তথাকথিত "নিম্ন কারিগর"দের বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াতে ভূমিকাকে বোঝা, যাকে সময়ের সাথে সাথে ভুলে যাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা পাস্কাল-এর বিবরণ (একজন ফরাসী আবিষ্কারক, ১৬২৩-১৬৬২)-কে উদ্ধৃতি দিছি, সে যুগে 'সমস্ত মহান মানুষ, যাঁদেরকে দার্শনিক বলা হয়, তাঁদের ভুল প্রতিপন্ন করার দক্ষতা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ছিল"।

১৩ শতকের প্রথমদিকে কারিগর এবং কারুশিল্পীরা অনেক নিপুণ যন্ত্র, জ্যামিতিক যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহারিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল তাদের কর্মশালায় নিজেদের ব্যবহারের জন্য। ভূমধ্যসাগরীয় তটভূমি চিন্তাশীল ও দক্ষ কারিগরদের দারুণ মুক্ত অঞ্চল ছিল—সেই সময়ে আবিষ্কারের বন্যা হয়ে গিয়েছিল। এটা দুটো কারণে সম্ভব হয়েছিল, প্রথমত সমুদ্র পথে বাণিজ্যগুলো দ্রুত বাড়ছিল। তাই প্রতিটা কারিগর একটা নতুন যন্ত্র ও যন্ত্রপাতিগুলো বেচে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার দ্রুত উপায় পাচ্ছিল। এমনকি, খুব বেশীমাত্রায় কম্পাস, ঘড়ি, টেলিস্কোপ, ম্যাপ, ল্যাটিচুড-লঙ্গিচুড নিখুঁতভাবে মাপার যন্ত্রের উপর বেশীমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল, এমনকি জাহাজ তৈরীর

এর পর সপ্তম পৃষ্ঠায়

বাম ঐক্য না শ্রেণী ঐক্য?

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

কার্যকরী প্রভাব ফেলে না। উপরিউক্ত দুটি বিষয়ই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত।

ভারতবর্ষ সহ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকতম বাম ঐক্য গড়ে না ওঠার বিষয়ে যে নির্দিষ্ট মতামত তা বিচারের ভার পাঠকের। লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বাম দলের আকারে বড় হওয়া আসলে সামাজিক ভারে 'Great Leap Forward'. মেহনতী মানুষের কাছে তা 'অসীম আশাবাদ' বহন করে আনে ও সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। দুঃখের বিষয় অভ্যন্তরীণ আদর্শগত চর্চার অনুপস্থিতিতে এই দলগুলির অধিকাংশই 'সামাজিক প্রভু'-তে পরিণত হয়ে যায় ও স্থানীয়/সাময়িক ইস্যুতে নিজেদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখে। তখন লাল ঝান্ডা বা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ এসবের ভার বহনের থেকে স্থানীয় বা দেশীয় দল বনে যাওয়াই তাদের পক্ষে সুবিধাজনক। এর ফলে এই সমস্ত বাম দলের নির্বাচনী ভিত্তি কিছু বাড়ে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত সংগ্রামী কর্মী কমে যায়। 'বাম-ঐক্যের' স্লোগানের আড়ালে অন্য বামদলগুলিকে আদর্শগত ও সংখ্যাগতভাবে অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা বৃহৎ বামদলগুলি নিয়ে থাকে (পুঁজির নিয়ম স্মর্তব্য)। অন্য দিকে ক্ষুদ্র বাম দলগুলি ঐক্যবদ্ধ বামমঞ্চকে ব্যবহার করে বৃহৎ বামদলগুলিকে কমজোরী করার চেষ্টা চালায়। উভয় পদ্ধতিই একে অপরের পরিপূরক এবং আখেরে যা হয় 'Common bananigh of the contending left parties!'' আজ ভাবার সময় এসেছে এক বামদলের বিনিময়ে অন্য বামদলের বৃদ্ধি হবে নাকি বুর্জোয়াভাবাদর্শ থেকে মানুষকে মুক্ত করেই সব বামদলই অগ্রগতির পথে যাবে।

এতদ সত্ত্বেও যদি কোনো আন্তরিক ও উৎসাহী নেতৃত্ব আমাকে বলেন সমস্ত তাত্ত্বিক জটিলতা সত্ত্বেও আমরা সিদ্ধান্ত করেছি বাম-ঐক্য করবই তবে আমার তাঁদের প্রতি চারটি পরামর্শ আছে। বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের রক্ত ও ঘামে অর্জিত কিছু অসাধারণ সাফল্য আছে যা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত আমাদের দল নির্বিশেষে অনুপ্রাণিত করে। যেমন, মে দিবস, নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়দিবস, ভিয়েতনাম মুক্তি অর্জনের বার্ষিকী, বিশ্বশান্তি দিবস, কমরেড লেনিন, স্তালিন, মাও সে তুঙ, হো চি মিন্, চে গ্যায়েভরা এঁদের জন্ম ও প্রয়াণ দিবস—এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই সবদিন সম্মিলিত ও ব্যাপক সর্বহারার সমাবেশ—মেহনতী জনগণকে বাম আন্দোলনমুখী করার জন্য সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়টি হল দেশের মধ্যে যেকোন বাম দল বা তার কর্মীদের উপর রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে সংহতি জ্ঞাপন (দলের অভ্যন্তরে ও প্রকাশ্যে)। তৃতীয়টি হল সব বামদলেরই গণসংগঠনগুলির একত্রে ইস্যুভিত্তিক ও লাগাতার আন্দোলনে যাওয়া ও অংশত দাবী আদায় এবং ইস্যুগুলির পক্ষে জনমত গঠন করা। চতুর্থটি হল আলাদা আলাদা ভাবে সব বামদলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ও গোটা নির্বাচন পর্বে দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে সংখ্যাগত ও আদর্শগত ভাবে কোণঠাসা করা। আবারও দুঃখের ঘটনা হল এই যে চারটি ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষে অভিজ্ঞতা হল বিপরীত। সম্ভবত এই অভিজ্ঞতা সমগ্র বিশ্বেরই। মহান দিবসগুলি পালনের ক্ষেত্রে সব বাম দলেরই উৎসাহ কমছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাস্তবতা হল যে বামদলগুলির নেতৃত্ব দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা বা বোঝাপড়ায় যতটা আগ্রহী ততটা আন্তঃদলীয় সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে নয়। দক্ষিণপন্থী দলের প্রয়োজনে বহুদিন ধরে বহু আন্দোলনে গড়ে ওঠা বাম-ঐক্য বিসর্জন দিতেও এরা পিছপা হয় না। আর যে বামছাত্র—কৃষক-শ্রমিক কর্মী রাষ্ট্রশক্তির সরাসরি আক্রমণে নিহত হন তাঁর প্রতি সংহতি জ্ঞাপন কতটা সব দলের অভ্যন্তরে যথাযথ ভাবে হয় তা নেতৃত্বই বলতে পারবেন ভাল—আমার মন্তব্য না করাই উচিত। তৃতীয় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আরও নঞর্থক। National Platform of Mass organization (NPMO) এর কণ্ঠস্বর আর প্রায় শোনা যায় না। চতুর্থ ক্ষেত্রে ভোটের পর্বে অধিকাংশ আসনেই একটি বাম দলকে সম্মুখ সমরে দেখা যায়। গোটা নির্বাচনপর্বকে একটি শ্রেণীযুদ্ধে পরিণত করার জন্য সব বাম দলেরই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে ময়দানে থাকা উচিত। তা না হলে সব বামদল মিলে ৫১% ভোট জেতা ও তারপর ইস্যুগুলি ভুলে যাওয়া চলতেই থাকবে। 'বাম-ঐক্য'-র দাবী তাই আমার মনে হয় সব বামগুলির অভ্যন্তরীণ দক্ষিণপন্থার কণ্ঠস্বর।

তাই সামগ্রিকভাবে বাম দলগুলির ঐক্য বা ভাঙন মেহনতী মানুষের মনে কোনো ধনাত্মক প্রভাব ফেলছে না। সরকারী ক্ষমতার প্রসাদের ভাগ কোন দল কতটা পাবে এই নিয়ে মেহনতী জনতা চিন্তিত নয়। প্রকৃত শ্রেণী ঐক্য নিয়ে আলোচনা হোক—বাম দলের ঐক্য নিয়ে নয়। মনে রাখতে হবে বিশ্বের সফল সমাজ বিপ্লব অথবা সংস্কার 'ঐক্য' করে হয় নি, গুটিকয়েক আদর্শবাদী মানুষের ঐকান্তিক লড়াই ও সংগ্রামের ফলে হয়েছে, যা ছিল সেই সেই সময়ের মেহনতী জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিরূপ। *(পুনঃপ্রকাশিত)*

চে গ্যেভারা স্মরণে

বিদায়

পাবলো নেরুদা

তোমার নীচের থেকে, এবং হাঁটু গেড়ে,
এক বিষণ্ণ বালক, আমারই মত, আমাদের চেয়ে দেখে।

সেই জীবন দিয়ে যা জ্বলবে তার শিরায় শিরায়
তাদের বাধ সাধতে হবে আমাদের বেঁচে থাকায়।
ওই হাত দিয়ে, তোমার হাতের কন্যা,
তারা আমার হাতকে করবে হত্যা।
তার খোলা চোখ দিয়ে পৃথিবীতে
আমি তোমাতে দেখব অশ্রু একদিন।

এ আমি চাই না, প্রিয়।

আমাদের যাতে বাধা না হয় কিছু
আমাদের না কোন কিছু।

না সেই কথা তোমার মুখে যা আসেনি
না সেই কথা তারাও মুখে যা আনেনি।
না সেই প্রেমের রঙ যা আমরা পাইনি
না তোমার ফুপিয়ে ওঠা জানলার পার।

সেলাম নাবিকদের ভালবাসাকে
যে তারা চুমু খায় আর চলে যায়।
তারা কথা দিয়ে যায়।
তারা কখনও ফেরে না আর।

প্রতি বন্দরে এক নারী আশা রাখে:
নাবিক চুমু খায় আর চলে যায়।

এক রাতে তারা শুয়ে পড়ে মৃত্যুর সাথে
সাগরের শয্যায়।

সেলাম সে ভালবাসাকে যা ভাগ হয়ে যায়
চুম্বনে, শয্যায় আর রুটিতে।

ভালবাসা যা পেতে পারে অমরত্ব
আর হতে পারে দুরন্ত।
ভালবাসা যে হতে চায় নিজে মুক্ত
ভালবাসায় ফিরতে।

স্বর্গীয় সে প্রেম যা কাছে আসে
স্বর্গীয় সে প্রেম যা দূরে চলে যায়।

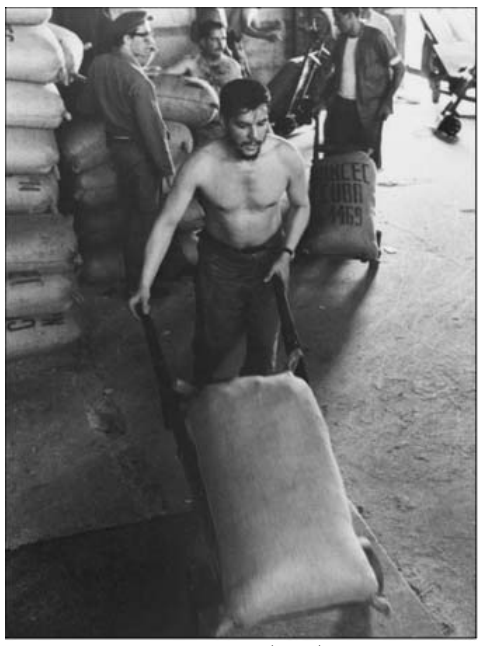

আজ থেকে ৪৮ বছর আগে ৯ই অক্টোবর কম: চে-কে হত্যা করে মার্কিনী গুপ্তচরেরা

আমার চোখ আর মোহিত হবে না তোমার চোখে,
আমার ব্যথা মধুর হবে না তোমাতে।

কিন্তু যে দিকে যাক আমি তোমার পলক নেব
আর যে দিকেই তুমি যাও আমার ব্যথা নিও।

আমি তোমার ছিলাম তুমি আমার। আর কী?
একসাথে আমরা
একটা বাঁক নিয়েছি পথে যেখানে ভালবাসা নিয়েছে স্থান।

আমি তোমার ছিলাম, তুমি আমার। তোমার তুমি হবে
তার যা ভালবাসা তোমার,
তার যা তোমার বাগানে প্রবেশ করে যার বীজ বুনেছি আমি।

আমি চলে যাই। আমি বিষণ্ণ: কিন্তু আমি সদাই বিষণ্ণ।
আমি তোমার বাহুর থেকে এসেছি। আমি জানি না
কোন দিকে চলেছি আমি।

...তোমার হৃদয় থেকে এক বালক আমায় বলে বিদায়।
এবং আমি তাকে বিদায় জানাই।

(চে-র প্রিয় কবিতা)

এ যুগের শ্রমিক আন্দোলনের দুই ধারা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

মেহনতী মানুষের 'সারপ্লাস'-এর ভাগ পায়, আর তারাই কমিউনিস্ট তথা বাম আন্দোলনের 'নয়া-উদারবাদী' লাইনের শ্রেণীভিত্তি। অন্যদিকে ছোট ও মাঝারি উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির মেহনতী জনগণ, যারা আজ তৈরী করছে সামাজিক 'সারপ্লাস', তাদের বিশাল অংশ নিজস্ব ক্ষুদ্র মালিকানা-ভিত্তিক উৎপাদক (যেমন কৃষক, স্বনিযুক্ত শ্রমজীবী, ছোট ছোট কারখানার শ্রমিক ইত্যাদি) বা তাদের কর্মচারী; তাদের বেঁচে থাকাটাই আজকের দিনে নির্ভর করে তাদের হাতে ঐ মালিকানাটুকু থাকবার উপর, যারা নিজেদের মধ্যে অবিরাম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। বিশ্বব্যাপী কল্যাণকামী রাষ্ট্র আর নিজের মালিকানাটুকু নিজের হাতে রাখার অধিকারের বাইরে কী বা দাবী হতে পারে এদের! এরাই 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি'র শ্রেণীগত উৎস।

তবে কি এই দুই লাইনের দ্বন্দ্বই আজকের যুগের সমাজবিকাশের ভিত্তি? 'অস্তিত্ব রক্ষার' জন্য 'প্রতিযোগিতা' আর 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' হিসাবে 'একচেটিয়া', অর্থাৎ ডারউইনবাদই কি আমাদের এ যুগের মানবসভ্যতার তত্ত্ব? উৎপাদন করতে না পারার কারণে যে ডারউইনবাদ পশুদের জীবনে দেখা যায়, এই কল্পনাতীত উৎপাদনের যুগেও মানুষের জীবনের গতিপথ নির্ধারন করা কি তার পক্ষে সম্ভব? 'বিপ্লবী লাইন' ও 'সংশোধনবাদ'-এর দ্বন্দ্ব কি সত্যিই লুপ্ত, না কি তা সুপ্ত হয়ে আছে? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দুটি উদাহরণের সাহায্য নেব। একজন বড়ো শিল্পক্ষেত্রের মোটা টাকা মজুরি পাওয়া শ্রমিক, তার প্রবণতা কোনটি—সে একটা ভাল পরিমাণ টাকা জমিয়ে নিয়ে নিজের ছোট একটা কোম্পানী খুলবে, অথবা নির্দিষ্ট সময় কাজের বিনিময়ে সুখে-বিলাসে থাকবার মতো মাইনে পাবে? অন্যদিকে, একজন রাস্তার ধারের চায়ের দোকানদার, তার চাহিদা কোন্‌টা—নিজের একটা স্থায়ী ভাল দোকান হবে, না কি একটা ভাল আয়ের স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে? এই দুই শ্রমজীবীর প্রথমজন 'নয়া উদারবাদী' লাইনের শ্রেণী-প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয়জন 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি'-র; কিন্তু উভয়ের মধ্যেই, পেতিবুর্জোয়া (ছোট পুঁজির মালিক) সংশোধনবাদী লাইন অথবা মালিকানাহীন বিপ্লবী লাইন, দুই-য়েরই প্রবণতা কাজ করছে। আজকের দিনে শ্রমজীবীর আলাদা আলাদা অংশ এই দুই আলাদা লাইনকে প্রতিনিধিত্ব করছে না, তারা প্রত্যেকেই এককভাবে উভয় লাইনেরই প্রতিনিধিত্ব করছে, যার ফলে কমিউনিস্ট তথা বাম-আন্দোলনে এই দুই লাইনের চোরাস্রোত বয়ে চলেছে। আর সেজন্যই শ্রমজীবীর কোনও শ্রেণী অংশ থেকে আজকের দিনে বিপ্লবী লাইন উঠে আসবে না। চিনিতে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া জলে বাইরে থেকে সুতো নামাতে হবে, যাকে ঘিরে জমে উঠবে মিছরিটা।

আধুনিকীকরণের পথের প্রবর্তনে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

বর্গমিটারে ৫ কিলোওয়াট। ২০১৩ থেকে আজ অবধি তৈরি হওয়া ৮টি ফেটোভোলটায়িক সোলার পার্ক (PSFV) মোট ১২,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে; পাশাপাশি ২০১৪ থেকে আরও ১০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৭টি নতুন ফোটোভোলটায়িক সোলার পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। গুয়েরা ক্যাম্পানা তাঁর বিবৃতিতে আরও যোগ করেছেন যে, এই নীতি অনুসারে ৭ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদনকারী ফেটোভোলটায়িক সোলার পার্কগুলিকে স্থাপন এবং সংযুক্ত করা হবে জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাথে। এর পাশাপাশি গুদাম, স্টোরেজ ইউনিট, হিমঘর এবং কর্মশালাগুলিতে সৌর প্যানেল থেকে এই শক্তি উৎসের কার্যকরী ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণাও চলবে।

বাঁধ, বাইপাস, খাল, মজুদ জল থেকে উৎপন্ন শক্তি যার উৎস তাদের ক্ষেত্রে ৭৪টি ছোটো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যারা ৫৬,০০০ কিলোওয়াটের বেশি উৎপাদনের যোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে ৬৫,০০০ কিলোওয়াট করে উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে দেশে ১৬৩টি ছোটো কেন্দ্র রয়েছে, যারা বাৎসরিক ১২৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট উৎপাদন করে, এবং গ্রামাঞ্চলে ৮৪০০ টিরও বেশি গৃহস্থালিকে উপকৃত করে।

এই মুহূর্তের নীচু ভোল্টেজের অঞ্চলগুলিতে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের ব্যবহার হার কত হবে, তা জানতে চাইলে ডিরেক্টর প্রতিক্রিয়া দেন যে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ২০০৫ সালে প্রবর্তিত শক্তি বিপ্লবের একটি ধারাবাহিকতা; নির্দিষ্টভাবে বললে, এটি বন্টিত শক্তির উন্নয়ন—যার ইতিবাচক প্রভাবের বিস্তার গ্রাহকদের প্রদান করা শক্তির গুণগত উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কে বন্টনক্ষয় হ্রাস থেকে মাইক্রোসিস্টেমগুলির একীভূতকরণ পর্যন্ত। জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে, এবং আবহাওয়াগত বিপর্যয়গুলিতেও এটি বিদ্যুতের সরবরাহ বজায় রাখে।

বায়োগ্যাস এবং বনজ জৈবপদার্থ:

দেশের শক্তি ব্যবস্থার বৈচিত্র্যায়ণের ক্ষেত্রে কিউবা কেবলমাত্র আখজাত জৈবপদার্থ, বায়ু, সৌর এবং জলশক্তিতেই নির্ভর করেনি; এই মুহূর্তে খামারে শুয়োর প্রতিপালনের সাথে সম্পর্কিত ৮০০টি বায়োগ্যাস কেন্দ্র দেশে রয়েছে। আঞ্চলিক উৎসজাত দ্রব্য দিয়ে, ২০১৪ সালে সরকারী সুবিধাপ্রাপ্ত ১২টি ৭০ ঘনমিটারের কেন্দ্র তৈরি করা হবে। এর সাথে বিভিন্ন উৎপাদক মারফৎ আরও ১০০০টি ছোটো কেন্দ্রও তৈরি হবে। সাম্প্রতিক সময়ে ইউ এন ওয়ার্ল্ড এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রামের পাওয়া ৫০০টিরও বেশী জৈব-বর্জ্যবন্টক স্থাপিত হয়েছে।

খাদ্য এবং শর্করা শিল্পক্ষেত্রজাত তাৎপর্যপূর্ণ আয়তনের বর্জ্য ছাড়াও শুয়োর, গবাদি পশু, এবং পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প, গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণের জৈব বর্জ্য দেয়, যার পরিমাণ ৯০০ মিলিয়ন ঘনমিটারের চেয়েও বেশী।

গুয়েরা ক্যাম্পানার মতে, এই সমস্ত ক্ষেত্রেই উৎপাদিত গ্যাস প্রাথমিকভাবে পশুখাদ্য উৎপাদন এবং গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত হয়।

পরিচালকের বিবৃতিতে, এভাবে যদি পোল্ট্রি এবং শিল্পক্ষেত্রজাত বর্জ্যগুলিকে ব্যবহার করা যায় তবে, নদী, উপসাগর, এবং স্বাভাবিক নিকাশিব্যবস্থার দূষণকে প্রতিরোধ করাও সম্ভব হবে—যা নীতি-নির্ধারণ কালে বিবেচিত একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কৃষি মন্ত্রক দেশের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তার অবদান রাখার লক্ষ্যে সমগ্র দ্বীপ জুড়ে, প্রত্যেকটিতে ৩৫০০ টিরও বেশী পশু ধরে এমন রাষ্ট্রীয় শুয়োর খামারগুলিতে ৩৬টি বায়োগ্যাস শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করার সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।

বনজ জৈবপদার্থ একটি বহুমুখি সম্পদ, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাঠ উৎপাদন এবং বন সাফাই-এর সময় দেশের চেরাইখানাজাত বর্জ্যের মাধ্যমে প্রায় ১৭,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদিত হতে পারে। গুয়েরা ক্যাম্পানার বিবরণে, সাম্প্রতিক সময়ে, পিনার দেল রিওতে অবস্থিত, পল্প এবং ম্যাকুরিজে চেরাইখানায়, এই সংস্থাদ্বয়ের দ্বারা উৎপন্ন অবশিষ্ট, বন দপ্তর এবং মিল নিকটস্থ বেড়ে ওঠা মাড়াবু গুল্মের মাধ্যমে ২,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদনক্ষম বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে ভাবা হচ্ছে।

গৃহস্থালি এবং কর্ম ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে:

যদিও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন আমাদের অর্থনীতির পক্ষে অনুকূল, তবু উৎপাদন এবং গৃহস্থালি উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির কার্যকারিতা এবং সঞ্চয় বৃদ্ধিরই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

বিশেষজ্ঞের মতে, "বাড়ীতে অধিক কার্যকরী ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ব্যবহার, বিদ্যুৎ অপচয় কমায়; একইভাবে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহারকারি যন্ত্রগুলি, ইলেকট্রিক ইউনিয়নে জীবাশ্ম জ্বালানি দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ ব্যবহাকারি যন্ত্রগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে পরিবারগুলির জন্য সঞ্চয়গত এবং অর্থনৈতিক সুবিধা তুলে ধরে"।

উদাহরণ স্বরূপ, সৌর শক্তি দ্বারা জল গরম করলে, তা বিদ্যুৎ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি উভয়ের ব্যবহারই কমায়। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের নিরিখে, এটি বিদ্যুৎ বা গ্যাস দ্বারা জল গরম করার

সমতুল্য নয়। সৌর শক্তির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্য সঞ্চয় এবং পরিবারগুলির আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত সুবিধাগুলির মধ্যে গৃহস্থালিকে যে স্বাচ্ছন্দ্য এটি এনে দেয়, তা অবশ্য উল্লেখ্য।

গুয়েরা ক্যাম্পানা যোগ করেছেন যে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, গৃহস্থালিতে ১,০০,০০০টি এবং কারখানা, হোটেল, হাসপাতাল ও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি যেখানে গরম জল ব্যবহৃত হয়, সেখানে ৩৩,০০০ এরও বেশি সৌরচুল্লি স্থাপিত হবে। এই কৌশল অনুযায়ী ডিরেক্টর উল্লেখ করেন যে, LED ল্যাম্পের বিক্রির সাথে হিটার, ফেটোভোল্টায়িক সোলার প্যানেল এবং বৈদ্যুতিক কুকারের সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে কিস্তিলব্ধ ধারাবাহিক প্রবর্তন করা হবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, যে, বৈদ্যুতিক ইনডাকশন কুকার দ্বারা ২০ লক্ষ ছোট বৈদ্যুতিক ওভেন প্রতিস্থাপিত হবে, যারা ৩০% অতিরিক্ত কার্যকরী। এটাই বলার যে, এরা বহুলাংশে কম শক্তি ব্যয় করে। LED আলোও একই ভাবে কাজ করে; চিরাচরিত আলোক উৎসগুলির তুলনায়, গৃহস্থালি এবং কর্মক্ষেত্র উভয়েই তা ৫০% বেশী কার্যকরী।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে গুয়েরা ব্যাখা করেন যে, "১৩ মিলিয়ন LED টিউব লাইট স্থাপনের একটি কর্মসূচী পরিকল্পিত হয়েছে; সামান্য ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে যারা গৃহস্থালির ১৮ ওয়াটের লাইট বাল্বগুলিকে প্রতিস্থাপিত করবে, এবং ৩৫, ০০০ LED আলোর ব্যবহার হবে পাবলিক লাইটিং-এ।"

উৎপাদন এবং পরিষেবা মূলক সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে, উদাহরণ স্বরূপ, প্রযুক্তি দিয়ে জল গরম করার ব্যাপক সম্ভাব্যতা রয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল, খাদ্য ও পর্যটন শিল্পে। ইতিমধ্যে, কার্যকারিতার ক্ষেত্রে—মিতশক্তিব্যয়ি যন্ত্র ও পুনবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলানো হচ্ছে, যাদের দক্ষতা রয়েছে অধিক প্রতিযোগী পণ্য উৎপাদনের এবং মূল্য হ্রাসের।

সুযোগ:

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের বর্ধিত এবং দক্ষ ব্যবহার দেশের দীর্ঘকালীন উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসেবে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মতই সরাসরি সম্পর্কিত।

উদাহরণ স্বরূপ, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলিতে, যদি প্রধান উৎপাদন সত্বাগুলিকে বন্ধ করতে হত এবং জ্বালানি ক্রয়ের পরিবর্তে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের ব্যবহার করতে হত, তবে তা হত অনেক কার্যকরী, যা বিগত বছর থেকে শ্রমিকদের বেতনের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক ভাবে চলেছে, উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে উন্মোচিত করার লক্ষ্যে।

ডেভেলপমেন্ট অফ রিনিউএবল এনারজি সোরসেস প্ল্যান দ্বারা অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলি ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত করতে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে এই প্রযুক্তিগুলিকে উন্নত করতে, বিদেশী পুঁজি সহ বিবিধ উৎস থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের প্রয়োজন। যেমন ম্যারিএল স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট জোনে ১১৮টি বিদেশী বিনিয়োগ নীতির অধীনে বিভিন্ন উদ্যোগের দ্বারা এটি সম্ভব হয়েছে।

একইভাবে, কিউবার শিল্প নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের উন্নয়নের জন্য খুচরো যন্ত্রাংশের ও উপকরণের উৎপাদন। আমদানির বদলে বিনিয়োগ খরচ কমানোর লক্ষ্যে শক্তি ব্যয়ের কার্যকারিতাও গণনা করা উচিত। পিনার দেল রিও-তে ইলেক্ট্রিসিটি বিজনেস গ্রুপ-এর একটি সৌরচুল্লি উৎপাদনের ক্ষেত্র রয়েছে, যা বার্ষিক ১৪, ০০০ কিলোওয়াট উৎপাদনে সমক্ষ। এর অতিরিক্ত, আয়রন অ্যান্ড স্টিল বিজনেস গ্রুপ (GESIME)-এর একটি সৌর উত্তাপক ক্ষেত্র রয়েছে শিয়েগো দে এভিলাতে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং অঞ্চলে প্রাপ্ত পুনর্নবিরণযোগ্য শক্তি উৎসের অনুকুল ব্যবহারের মধ্যে একটি সংযোগ অবশ্যই স্থাপিত হওয়া উচিত। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পটিকে ধারণ করতে এবং বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর উন্নতির লক্ষে নতুন পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রাধিকার এবং বিস্তৃত কৌশলের ভিত্তিতে নতুনত্বের।

এই নীতির প্রসারতা প্রশংসিত হতে পারে নিচের তথ্য সারণীতে, কিন্তু এই নীতির প্রসারতা বোঝার জন্য এটি হল একটি মাত্র উপাদান। কিউবা পরিকল্পনা নিচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে তার বিদ্যুৎ শক্তির ২৪% পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি উৎসের মাধ্যমে উৎপন্ন করতে, যা ফলাফল দেবে ১.৩ মিলিয়ন টনেরও বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি বা বাৎসরিক প্রায় ৭৮০ মিলিয়ন ডলার সঞ্চয়ের।

জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন:

যদিও বা পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি উৎসের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে শক্তির ২৪% উৎপন্ন করতে দেশের শক্তি ব্যবস্থাপনার রূপান্তর ক্রিয়া, কিউবার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ভবিষ্যৎ উৎপাদন এবং শক্তির কার্যকরী উৎপাদন নীতির আওতাতেই পড়ে, তবুও ৭৬% বিদ্যুৎ উৎপাদন করার মধ্যে দিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারই হবে দেশের মূল শক্তি উৎপাদক।

জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বর্তমানে প্রায় ৬৫,০০০ মেগাওয়াটের উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে, যার মধ্যে ২,৫৮৮ মেগাওয়াট উৎপন্ন করে সাতটি বৃহৎ ক্ষেত্রের তাপ বৈদ্যুতিক ইউনিট, যারা সমস্ত প্রযুক্তি দ্বারা উৎপন্ন শক্তির ৬০% উৎপাদন করে।

উচ্চ মাত্রার ব্যয় হার এবং বহু বছরের ব্যবহারের জন্য আজকের দিনের অদক্ষ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে অবশ্যই আধুনিকীরণের প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। কেবলমাত্র জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থেই নয়, এমনকি জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার স্বার্থেও শক্তিগত দক্ষতাকে উন্নত করে, পণ্য প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে এবং পরিষেবার উন্নয়ন করে, যা তাদের ক্ষমতা ও উৎপাদন সামর্থ্যের বৃদ্ধি ঘটাবে।

এই আধুনিকীকরণের, পালাক্রমে বিভিন্ন উৎস থেকে পুঁজির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়বে, যার দৃশ্যকল্পটি সাম্প্রতিককালে নতুন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নীতির অনুমোদনের পরে গঠিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর জন্য অনুকূল হয়েছে।

শেষ বছর জুড়ে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপর কাজ তীব্রতর হয়েছে। নেওভিতাস এর টেন-দে-অক্টুরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ষষ্ঠ ইউনিটটি আপাতত রক্ষণাবেক্ষণের সংক্রান্ত কাজের অধীন যা ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে সম্পন্ন হবে; এদিকের চারটি ইউনিট অকেজো হয়ে পড়ে যার অষ্টম ইউনিটটি রয়েছে মেরিয়াল এর মাক্সিমো গোমেজ কেন্দ্রে, একটি রয়েছে শিএনফুএগস এর কার্লোস মানুএল দে সেস্পেদেশ কেন্দ্রে এবং তৃতীয় ইউনিটটি রয়েছে সান্তা ক্রুজ দেল নর্তের এস্তে হাভানা কেন্দ্রে। শেষোক্তটির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল অক্টোবরে।

উৎপাদনের পদ্ধতিগুলির একীভবন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য বয়লার, টারবাইন, জেনারেটরের মত প্রধান উপাদানগুলি এবং ট্রান্সফরমার, সার্কিট ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসহ সহায়ক উপাদান গুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলেছে।

সমস্ত কাজগুলিই তালিকাভুক্ত এবং শেষেরটি সম্পাদিত হবে ২০১৬ তে; প্রত্যেকটি বজায় থাকবে প্রায় ২৫০ দিন। খুচরো যন্ত্রাংশ, জরুরি উপাদান ও সেইসাথে কর্মীবৃন্দের জন্য আর্থিক বীমাও থাকবে, যাঁরা নিশ্চিত করবেন, অব্যাহত কাজের সুবিধাগুলিকে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কেন্দ্র সরকারের দ্বৈরথ

'জবরদখল'-এর রিপোর্ট

কেন্দ্র সরকারের নয়া সিদ্ধান্ত

হঠাৎই গত ২৩শে জুলাই, ২০১৫, কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের আর্থিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব আনা হয় ইন্ডিয়ান ফিন্যান্সিয়াল কোড (IFC)-র নয়া এক খসড়ার মাধ্যমে। এতে বলা হয়, একটি মানেটারি পলিসি কমিটি (MPC) তৈরী করা হবে যার সদস্যদের বেশিরভাগই হবেন সরকারের মনোনীত, সেখানে থাকবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (RBI)-র গভর্নরও, কিন্তু সুদের হার তথা 'রেট কাট' ঠিক করবার ক্ষেত্রে তাঁর 'ভেটো'-র অধিকারও থাকবে না। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক, মুদ্রার ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট ও সেটল্‌মেন্ট সিস্টেম বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি নেবে RBI। অন্যদিকে, নন-ব্যাঙ্কিং-ফিন্যান্স সেক্টর, ফোরেক্স, ডেরিভেটিভ, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে MPC-র হাতে। আর একে কেন্দ্র করেই বিতর্কের ঝড় ওঠে দেশের অর্থনৈতিক রাজনীতির গোটা ক্ষেত্র জুড়ে, বিশেষত যেহেতু RBI গভর্নরের মানিটারি পলিসিতে অতিরিক্ত ক্ষমতা চলে আসছে স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে।

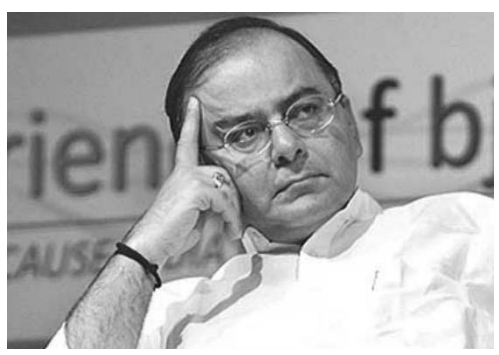

স্পেশালিস্টদের মতপার্থক্য

ইকুইনমিক্স্ রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডভাইসারি প্রাঃ লিঃ-র প্রতিষ্ঠাতা ও এম.ডি. শ্রী জি. চাক্কালিঙ্গম বলেন, "স্টক মার্কেটগুলির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের প্রতি একটা পজিটিভ প্রতিক্রিয়া থাকার সম্ভাবনা যেহেতু মার্কেট ব্যাপকভাবে 'রেট কাট'-এর আশা করতে পারে।" অন্যদিকে ক্রাইসিল-এর মতো রেটিং এজেন্সির চিফ ইকোনমিস্ট ডি.কে. যোশির মত, "RBI-এর যতো বেশি সম্ভব অটোনমি-র প্রয়োজন।" ফরেন এক্সেঞ্জ-এর বিষয়ের উপদেষ্টা সংস্থা কোয়ান্টআর্ট-এর এম.ডি. শ্রী সমীর লোধা আবার এ বিষয়ে একটা ভারসাম্যের প্রস্তাব রাখেন। তিনি বলেন, "যেখানে RBI-এর কড়া পলিসির বদলে যে সমস্ত রাজনীতিবিদ্‌রা মানিটরি পলিসি শিথিলের পক্ষে, তাঁদের নিয়ে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সন্দিহান, সেখানে সরকার ও RBI-এর মধ্যে একটা ভাল ব্যালান্স রাখার নীতিতে আমি কোন সমস্যা দেখিনা।'

বিতর্কের মূখ্য বিষয়

আসলে দেশের অর্থনীতির গ্রোথ রেট-কে বাড়াবার লক্ষ্যে সরকার চাইছে সুদের হার ক্রমাগত কমানো হোক দ্রুততার সাথে, কিন্তু রিসার্ভ ব্যাঙ্ক ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে (যা না করতে পারলে গোটা অর্থনীতিটাই হঠাৎ ভেঙে পড়তে পারে) তাকে ধরে রাখতে চাইছে একটা নূন্যতম উচ্চ সীমায়। মূলধারার অর্থনীতির ভাষায় সহজ করে বললে, সুদের হার কমলে কেবল তবেই লোন নেওয়ার প্রবণতা বাড়বে, যার মাধ্যমে স্টক ও ডেরিভেটিভ মার্কেট-ভিত্তিক অর্থনীতি ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে, যেটা কিনা আজকের যুগে ইকোনমিক গ্রোথ-এর অভিমুখ। অন্যদিকে কনসিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI, যা পণ্য প্রতি গড় দাম বৃদ্ধির সূচক) বাড়তে থাকার প্রবণতার ফলে (যাকে ইনফ্লেশন বলা হচ্ছে) অর্থনীতির ভিত দুর্বল হচ্ছে; যেটা কিনা সুদের হার বেশি রেখে টাকা লোন নেওয়ার প্রবণতা কমিয়ে বাজারে মুদ্রার চলাচল সীমিত করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। RBI-এর নজর সেদিকেই। ফলে 'রেপো' তথা 'রেট কাট্'-কে কেন্দ্র করেই গোটা বিতর্কটা পেকে উঠেছে।

'আতঙ্কের আগস্ট'

আগস্ট মাসের শুরুতেই RBI ঘোষণা করে 'রেপো' অপরিবর্তিত থাকবে ৭.২৫% হারে। এর আগে গত ১৫ই জানুয়ারী, ৪ঠা মার্চ এবং ২রা জুন তিন দফা রেট কাট করা হয়েছিল ৮% থেকে ৭.২৫% পর্যন্ত, কিন্তু এবার তাতে রোখ লাগায় RBI। CII-এর ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি এ প্রসঙ্গে বলেন, "রিটেল এবং হেডলাইন উভয়ক্ষেত্রেই ইনফ্লেশন নিম্নমুখী যা RBI-এর জন্য একটি শক্তিশালী দিকনির্দেশ করছে সুদের হার কমানোর বিষয়ে, বিশেষত পরবর্তী মানিটারি পলিসি ঘোষণার আগে যেখানে শিল্পক্ষেত্রের গ্রোথ খুবই ধীরগতি এবং ক্যাপিটাল গুডস্-এর প্রোডাক্সন ঋণাত্মক ধারায় বইছে জুন মাস থেকে...।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, জুন থেকে জুলাইয়ে হোলসেল ক্ষেত্রে ইনফ্লেশন কমে ছিল প্রায় দ্বিগুণ [(-২.৪%)—(-৪.০৫%)] আর সেনসেক্স উঠেছিল ৫০০ পয়েন্ট। অন্যদিকে SBI-এর চেয়ারপারসন

পরের পৃষ্ঠায়

যে কারিগরী থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

জন্য অনেকগুলি পেশাদার যন্ত্রপাতি এবং দক্ষতার দরকার ছিল। এই অবস্থা সেই সময়কার বণিকদের জন্য নতুন ব্যবহারিক সমস্যা তৈরী করেছিল। বণিক ও কারিগররা একে অপরের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল ছিল। যে সীমারেখা তাদের আলাদা করে, কিছু সময়ে সেটা ভীষণ ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল। দ্বিতীয়ত সমুদ্র বণিকদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছিল লাভজনক ব্যবসার মাধ্যমে। তাই তাদের উপর রাজার নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ কমে আসছিল। ফলস্বরূপ একটা বিরাট অংশের মানুষ সেই সময় সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করছিল, যা ওয়ার্কশপগুলির 'সৃষ্টিশীল শ্রম' প্রক্রিয়ায় রূপ পায়।

এমন বহু উদাহরণ ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যায় যেখানে সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানে অসংখ্য অবদান রয়েছে, সেই সব মানুষ যারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলার বা ওপরতলার শ্রেণীর দার্শনিক নন। তাদের কিছুজনকে দেখা যাক। ভূমধ্যসাগরীয় ইতালীয় বণিকরা হিন্দু-আরবিক সংখ্যা তত্ত্বের ও তার কম্পিউটেশন সম্পর্কে জানতে পারেন। দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা তখনও রোমান সংখ্যা তত্ত্ব ব্যাবহার করছিল যা ব্যাবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য সুবিধানজক ছিল না। একজন ফরাসী নাবিক ফিবোনাসি ইউরোপে একটা নতুন সংখ্যাতত্ত্বকে এনেছিল একটা বই 'লাইবার অ্যাবাকি' বের করার মাধ্যমে (১২০২)। খুব দ্রুতই হিন্দু-আরবিক সংকেত রোমান সংখ্যাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিল ছোট দোকানী ও কারিগরদের হাতের অ্যাকাউন্ট বইতে। অঙ্কের ইতিহাস প্রায়ই এই আগের যুগকে 'স্থবির' বলে অভিহিত করে কারণ কোন গুরুত্বপূর্ণ গণিত ১৬শ শতকের আগে আসেনি---বা কোপারনিকাশ, গ্যালিলিওর মতন চিন্তাবিদের আগেও না। কিন্তু কেউ জানতে চাইতেই পারেন 'গুরুত্বপূর্ণ' মানে এইক্ষেত্রে কি বোঝানো হচ্ছে? গুরুত্বপূর্ণ কার ও কিসের জন্য? ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিবোনাসি-এর মৃত্যুর সময়ে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যায়গুলিতে পাটিগণিত পড়ানো হত। কিন্তু শিক্ষা ব্যবহারিক প্রয়োগবিহীনই ছিল। অর্থাৎ যে ছাত্রটি অঙ্ককে প্রতিদিনকার সমস্যায় ব্যবহার করতে চায়, তাকে বিশ্ববিদ্যালয় না গেলেও চলে, বরং সেই পেশার একজন দক্ষ কারিগরদের কাছে যাবে—এদের বলা হত 'রেকনিং মাস্টার'। বাণিজ্যের প্রচণ্ড বৃদ্ধির সাথে এই শিক্ষকদের ও তাদের স্কুলের সংখ্যাও বাড়তে থাকলো ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানীতে। নৌ ও কারিগরী সংক্রান্ত ব্যবহারিক সমস্যা ব্যবহারিক গণিতে একটা নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিল।

এটাই ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বাণিজ্যিক সমস্যার গণিতের প্রয়োগের শুরু। এটাই ধীরে ধীরে বিজ্ঞানকে উন্নত করে তুলল। গণিতের ব্যবহারের এই ঐতিহ্য কোপারনিকাস, গ্যালিলিও ও দেকার্তের আগে ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথম অঙ্ক বই যেটা ইউরোপে ছাপা হয়েছিল, 'Treviso Arithmetic' (১৪৭৮), ইউক্লিডিও জ্যামিতিক প্রথম সংখ্যার ৪ বছর আগে বেরিয়েছিল, এর লেখক ছিলেন, একজন কারিগর এবং এটা আঞ্চলিক 'ভিনিস' ভাষায় লেখা হয়েছিল, এটা দেখাল যে জ্ঞান উপর থেকে নীচে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতরণ হচ্ছিল না, বরং তার বিপরীত। আরও একটা চমকপ্রদ তথ্য মনে রাখার মতন, রেকনিং মাস্টারদের লেখা বেশিরভাগ বই-ই দেশীয় ভষায় লেখা, ল্যাটিনে নয়। ল্যাটিন সই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা, উচু শ্রেণীর ভাষা ছিল, বেশীরভাগ সাধারণ মানুষ ল্যাটিন লিখতে বা পড়তে জানতেন না। এই অবস্থাটাকে এখনকার অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়—যে তৃতীয় বিশ্বে ইংরাজী এখন উচ্চশ্রেণীর ভাষা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে—ফলস্বরূপ নীচু শ্রেণীর থেকে জ্ঞানকে একচেটিয়া তাদের কুক্ষিগত করে রেখেছে। সাধারণ মানুষ সেই জ্ঞানের সুবিধা পাচ্ছেন না। কিন্তু সেই সময়ে একটা প্রগতিবাদী বিপরীত ধারা বইছিল—নতুন জ্ঞান জনগণের দ্বারা আহরিত হত এবং সবার মধ্যে ছড়িয়ে যেত।

দেশোওয়ালি ভাষায় গণিতের পাঠ্য বই জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইংলন্ডে বন্যার মতো এসেছিল। এই বইগুলোর বেশিরভাগের লেখক ছিলেন নাম না জানা কিছু 'রেকোনিং মাস্টার'। ষোড়শ শতাব্দীতে গণিতে পারদর্শী কারিগররাই বিপ্লব নিয়ে আসেন কোণ মাপবার সূক্ষ্ম পদ্ধতিগুলোর আবিষ্কার করে এবং ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতির প্রয়োগের মাধ্যমে। গামা ফ্রিসাস (১৫০৮-১৫৫৫), একজন ডাচ যন্ত্রবিদ্ ও ম্যাপ-প্রস্তুতকারী ছিলেন সেই সময়ের অন্যতম এক আবিষ্কারক। তিনি একটা ওয়ার্কশপ বানিয়েছিলেন যেখানে অনেক কারিগর একসাথে কাজ করতে পারতেন। গোটা ইউরোপ জুড়ে এমন সব হাজারো ওয়ার্কশপ গড়ে উঠেছিল যা ছিল নতুন নতুন আবিষ্কারগুলির প্রাণকেন্দ্র। এটা এখন প্রমাণিত যে সেযুগে যন্ত্র প্রস্তুতকারকরা 'জাতে গণিতজ্ঞ'-দের পুরোভাগে ছিলেন? কেউ কেউ এটাকে বিজ্ঞানের শুরুর দিকের গণআন্দোলন বলে অভিহিত করেন। এমনকি গ্যালিলিও ও নিউটন, যাঁরা নিজেরা নতুন যন্ত্র বানিয়েছিলেন, তাঁরাও এটা করতে পারতেন না দক্ষ কারিগরদের থেকে না শিখে—এটা একটা পার্টনারশিপ—বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ কারিগরদের।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা নিয়ে গ্যালিলিও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছিলেন, নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি, গাণিতিকভাবে তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে যদি একাধিক বস্তুকে নিক্ষেপ করা হয় একই বেগে কিন্তু আলাদা আলাদা কোণে, সবচেয়ে বেশি দূর পৌঁছাবে যাকে নিক্ষেপ করা হবে ৪৫° কোণে। গ্যালিলিও নিজেই প্রকাশ করেন যে বিষয়টি তিনি আলোচনা করেছিলেন আঞ্চলিক অস্ত্রাগারের একজন দক্ষ গোলন্দাজের সাথে। এটা একটা উদাহরণ নতুন জ্ঞান কীভাবে শ্রমজীবী মানুষের সাহায্যেই গড়ে উঠেছিল।

পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞান-এর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন গিলবার্ট, যিনি চৌম্বকবিদ্যা-এর জনক বলে পরিচিত। রানি প্রথম এলিজাবেথের কাছে একজন অন্যতম পদার্থবিদ, গিলবার্ট, De Magnette (১৬০০) নামের একটা বই প্রকাশ করলেন—"ইংল্যান্ডে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম মহান কাজ"। বইটা ল্যাটিনে লেখা হয়েছিল—নিশ্চিতভাবেই তিনি কারিগর ও শ্রমিকদের জন্য লেখেন নি। সেই সময়ে গিলবার্টের পরীক্ষার ফল খুবই অনবদ্য ও ব্যতিক্রমী ছিল যে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এর উৎপত্তি কোথায়? বইটাতেই দেখা যায় যে তিনি খনিশ্রমিক ও নাবিকদের জ্ঞানের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বহু আগেই নাবিকরা 'লোড স্টোন'-এর লোহাকে আকর্ষণ করার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা জানত। যদিও গিলবার্টের বইতে শ্রমিকদের সাথে তার তর্কের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, তার শ্রমজীবী

পরের পৃষ্ঠায়

যে কারিগরী...

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

শ্রেণীর সহযোগীদের প্রায় কারুর নামই পাওয়া যায় না।

সেইদিক থেকে, ইংরেজ নাবিক ও কমপাস তৈরী কারক রবার্ট নরম্যানকে অনেক কৃতিত্ব দেওয়া যায়। ১৫৮১ সালে নরম্যান "The newe attractive" নামের চুম্বকের উপর একটি বই লেখেন। তিনি ল্যাটিন লিখতে জানতেন না। নিজেকে একজন অশিক্ষিত কারিগর (মেকানিক) বলে বর্ণনা করেছিলেন—যিনি তাঁর "১৮ থেকে ২০ বছর সমুদ্রে থাকার অভিজ্ঞতা"টাই লেখেন। "De magnete" প্রকাশের প্রায় ১৫ বছর আগে গিলবার্টের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত "The newe attractive" এ ছিল। সুতো এবং চুম্বকের দ্বারা নরম্যান তার পরীক্ষাগুলিকে করেন—গিলবার্ট সরাসরি এগুলিকেই নিয়ে নিল। সংক্ষেপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উৎসাহটা বেশীরভাগই শ্রমজীবীদের দ্বারা উন্নত হয়েছিল। গিলবার্টের মতন মানুষরা শুধু স্কলারশিপ্-এর খাতিরে তথ্যগুলো তাদের থেকে হাসিল করেছিল।

ছাপা আবিষ্কারের মাধ্যমে শিক্ষার জগৎ ভীষণভাবে তরান্বিত হয়েছিল। স্বল্প সংখ্যক প্রভাবশালী সমাজের উচ্চশ্রেণীর থেকে জ্ঞান হঠাৎই সাধারণ মানুষের কাছে সহজগম্য হয়ে গেল। এমনকি 'প্রিন্ট রিভলিউশন' বিজ্ঞান বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তাহলে আর এক সংখ্যাধিক কারিগরকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের অপরিহার্য বলে গণ্য করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মহান প্রাপ্তি এর উৎস সম্পর্কে খুবই অল্প কিছু নথি আছে যাতে আবিষ্কারকের পরিচয় অজ্ঞাত। ছাপার আবিষ্কর্তা হিসাবে আমরা গুটেনবার্গ, ফার্স্ট, কোস্টার এর মতন অনেক নাম ইতিহাসে পাই যারা শ্রমিক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমাদের এটাকে বহুগুণান্বিত সম্মিলিত কাজের অগ্রগতি বলে ধরে নিতে হবে। আগেকার দিনের প্রিন্টশপ-এর প্রুফরুম গুলিতে প্রুফ রিডার ও লেখকরা একে অপরের সাথে আইডিয়া বিনিময় করত, একে অপরের কাজের সমালোচনা করত, যা ১৬ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতিতে কিছু কত দূরত্বে বা কত ছোট তা দেখতে মানুষের দৃষ্টিকে যেসব যন্ত্র সাহায্য করে তার আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে নিশ্চিতভাবেই অনেক পরিবর্তন করেছিল। টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ দুটোই চশমা তৈরীকারকদের সৃষ্টিশীলতার নির্দশন।

টেলিস্কোপের একজন আবিষ্কারককে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি 'মিডলবার্গের এগজন অখ্যাত চশমা তৈরীকারক' হ্যান্স লিপার্সি-এর প্রতি এর কৃতিত্ব যায়। হল্যান্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাইজেন অমহানুভবতার সাথে তাকে 'অশিক্ষিত কারিগর' বলে বর্ণনা করেছেন। উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানীরা যেমন ইংল্যান্ডের থমাস হ্যারিওট, ভেনিসের গ্যালিলিও, খুবই দ্রুত টেলিস্কোপের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেন। আবিষ্কারের এক বছরের মধ্যে তারা এটাকে তাদের জ্যোর্তিবিজ্ঞান গবেষণার কাজে লাগাতে শুরু করেন। অপরদিকে মাইক্রোস্কোপ-এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বুঝতে আনেক সময় লেগে গেল। ১৭ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে, নেদারল্যান্ডের একজন অন্তর্বাস ব্যবসায়ী, এন্টনি ভন লিউয়েনহক তার ফ্রেবিকের সুতোগুলো দেখার জন্য আঁতস কাঁচ ব্যবহার করতেন। এবং সেখান থেকে বৃহৎ বৈজ্ঞানিক প্র্যাকটিসের জন্য মাইক্রোস্কোপকে উন্নত করতে শুরু করলেন। "তিনি না তো একজন দার্শনিক ছিলেন, না একজন ভদ্রলোক... তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ছিলেন না, এমনকি ল্যাটিন, ফরাসী বা ইংরাজীও জানতেন না"—এই স্বশিক্ষিত, আবার অন্যভাবে অশিক্ষিত দোকানী প্রথম মানুষ যিনি তার লেন্সের তলায় প্রথম জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া দেখেছিলেন এবং তার পর্যবেক্ষণকে সঠিক ভাবে শনাক্ত ও বর্ণনা করে তিনি 'ব্যাক্টেরিওলজি' তৈরী করলেন। লিউয়েনহক, যখন বোতাম আর রিবণ বিক্রী করতেন না, তেমন অবসর সময়ে তিনি শেখাতেন কিভাবে লেন্সকে গ্রাইন্ড, পালিশ ও মাউন্ট করতে হয়। যখন তিনি প্রকৃতির ঘটনাগুলিকে তাঁর লেন্স ব্যবহার করে দেখছিলেন, তখনও তার এটা জানা ছিল না। কিন্তু তার পর্যবেক্ষণের নির্দিষ্ট নথি ছিল যা তিনি ১৬৭৩ এ ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটিতে চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন—"আমার কোন স্টাইল জানা নেই—যার দ্বারা আমার চিন্তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—আমি ভাষা বা আর্টস শিখে বড় হইনি।'

এত অবধি আমরা দেখলাম যে কারিগর ও শিক্ষাবিদদের একসাথে হওয়া আধুনিক বিজ্ঞানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঐতিহাসিক এজার জিসেল আধুনিক বিজ্ঞান সৃষ্টিতে কারিগররা যে অনবদ্য ভূমিকা নেয় তার কথা উল্লেখ করেন। জিসেল-এর থিসিস স্কলার ও কারিগরদের লড়াই ছিল না। এই প্রক্রিয়াতে দুটো উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারিগররা কাঁচামাল জুগিয়েছিল, বাস্তব তথ্য যেটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি তৈরী করেছিল—কিন্তু সেটাই সব ছিল না। তারা এমপেরিকাল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাপদ্ধতির প্রকৃত প্রবর্তক ছিলেন। অপরদিকে সিস্টেমেটিক যুক্তিশালী ও গাণিতিক চিন্তাধারা, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারদের জন্য রক্ষিত ছিল। বৌদ্ধিক শ্রমের থেকে কায়িক শ্রমকে ছোট করে দেখার সংকীর্ণতা তখনও "ভদ্রলোক"দের মনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। কিন্তু ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দুটো উপাদানের মধ্যেকার সামাজিক বাঁধটা ভেঙে গেল। এবং কারিগরদের পদ্ধতিগুলি প্রশিক্ষিত স্কলারদের দ্বারা গৃহীত হল। এই কারিগরী পদ্ধতির অন্যতম ভিত্তি ছিল—"প্রকৃতির ব্যাপারে জ্ঞান পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং প্রকৃতিকে হাতে-কলমে বুঝতে হয়, শুধু পাঠ্যবস্তু ও মন দ্বারা নয়।" সংক্ষেপে পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতিগুলি যা আধুনিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকতক অভিজাতদের মনে উৎপন্ন হয়নি বরং বহু কারিগররা নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনের দ্বারা তৈরী করে এবং সেই বস্তু ও টুলগুলিকে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর্ পদ্ধতিতে ব্যবহারও করছিলেন তাদের যন্ত্রগুলিকে উন্নত করতে। কিন্তু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে যদি আমরা আমাদের সময়ের দিকে নজর দিই ও দৃঢ়ভাবে চিন্তা করি তাহলে একগুচ্ছ প্রশ্ন সৃষ্টি হবে। নিশ্চিতভাবেই ইতিহাস দেখাছে যে বৈজ্ঞানিক অনসন্ধানের কাজে স্কলারদের সাথে কারিগররাও সামনের সারিতে ছিল। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান কে করছে? বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলি? এবং বিজ্ঞান কি করছে! আমরা শ্রমজীবী শ্রেণীর অনেক সৃষ্টিশীল শ্রমিককে দেখি যারা বহুযুগ আগে আধুনিক বিজ্ঞানে অবদান রেখেছে। কিন্তু এখন আমরা কি তাদের দেখি? আমাদের সময়ে আমরা কি শ্রমিকদের নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কাজে দেখতে পারছি? বিজ্ঞানবিপ্লব শ্রমিক ও স্কলারদের যুগলবন্দীতে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান বিপ্লবকে জয় করল কে? কারা এখন আধুনিক বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করছে—এটাই কি সেই দক্ষ ছোট অভিজাত শ্রেণীর হাতে নেই? কিন্তু নিশ্চিতভাবেই দুই শতাব্দীর আগের চিত্র এটা ছিল না! তাহলে কী এমন গোলমাল ঘটল? এখানে উত্তরহীন অনেক প্রশ্নই আসে। আমরা কোন সিদ্ধান্ত দেব না, তার চেয়ে প্রশ্নগুলোকে আমাদের মনে আসতে দি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কেন্দ্র সরকারের দ্বৈরথ

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

অরুন্ধুতি ভট্টাচার্য্য এবং ICICI-এর এম.ডি. ও CEO চন্দা কোছার জানান তাঁরা আগামী দিনে RBI-এর পক্ষ থেকে আরও রেট কাট-এর ব্যাপারে আশাবাদী। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আগস্টের শুরুতেই এ তথ্য সামনে এসেছিল যে এক বছরে নেট প্রফিট কমেছিল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ৮৪%, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের ৪৯%, সিন্ডিকেড ব্যাঙ্কের ৩৮% এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ২২%। এই সময়েই চীন তার মুদ্রা ইউয়ান-এর মূল্য কমানোয় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্টক মার্কেটে। চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জ্জী এ প্রসঙ্গে বলেন, "...চাইনিজ্ ইউয়ানের সাম্প্রতিক পতন আজকের মুখ থুবড়ে পড়া বিশ্ব-অর্থনীতিতে আমাদের রপ্তানি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে ব্যাপক আঘাত করবে" আর সেজন্যই RBI-এর উচিৎ সুদের হার কমানো। RBI-এর গভর্নর রঘুরাম রাজন বিপরীতে বলেন, "আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের এটা কাজ নয় ঠুনকো সেন্টিমেন্ট দিয়ে স্টক মার্কেটকে চাগিয়ে তোলা যাতে তারা কিছুদিনের জন্য উঁচিয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ধ্বসে যাওয়ার আগে, যেই না বাস্তব আঘাত হানবে।"

এরই মধ্যে ১৮ই আগস্ট 'মুডি'স' সংস্থাটি ঘোষণা করে ভারতের গ্রোথ রেট ২০১৫-১৬-য় হতে চলেছে ৭% এবং ২০১৬-১৭-এ তা হবে সম্ভবত ৭.৫%। এতদিন 'ফিচ' এবং 'S & P' সংস্থাগুলির পূর্বাভাষ ছিল এই দু'বছরের জন্য যথাক্রমে ৭.৮-৭.৯% এবং ৮.১-৮.২%। এতেই মাথায় হাত পড়ে বাণিজ্যমহলের। অবশ্য অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি দাবী করেন, "ভারতের এখন ক্ষমতা আছে দুই ডিজিট-এর গ্রোথ রেট (১০%-এর বেশি)-এ পৌঁছানোর।" প্রধানমন্ত্রী মোদির 'স্মার্ট সিটি' এবং 'সকলের জন্য হাউসিং' স্লোগানকে সামনে রেখে DLF-এর চেয়ারম্যান কে.পি. সিং বলেন, "দুর্ভাগ্যবশতঃ, এধরনের আশাগুলো পূরণ হচ্ছে না এবং এই ক্ষেত্রটি (রিয়েল এস্টেট) অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, খরচ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে বর্ধিত সুদের হার এবং চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে।" RBI গভর্নর রাজন অবশ্য বলেন, "এমন একটা অবস্থা কাম্য না যাতে দাম বেড়ে চলে আর চাহিদা অতোটা নয়। এই ক্ষেত্রটির সুবিধা হবে তখনই যখন এই ধারণা জন্মাবে যে এর দাম সুস্থির হয়েছে এবং তখনই মানুষ কিনতে আগ্রহী হবেন।"

ঘটনার ঘনঘটার মাঝেই ২০শে আগস্ট RBI পেমেন্ট ব্যাঙ্ক অনুমোদনের ঘোষণা করে। ৪টি প্রধান টেলিকম কোম্পানী,—ভোদাফোন ইন্ডিয়া, ভারতী এয়ারটেল, আইডিয়া সেলুলার এবং রিলায়েন্স জিয়ো-কে অনুমতি দেওয়া হয় যে তাদের সাবসাইডারি বা পেরেন্ট গ্রুপের কোম্পানী পেমেন্ট ব্যাঙ্ক খুলতে পারবে। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথম ডঃ রাজন এবং জেটলিকে একই সুরে কথা বলতে দেখা যায় পেমেন্ট ব্যাঙ্কের পক্ষে সওয়াল করে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় নেতা সি.এইচ. ভেঙ্কটচলম এর বিরোধিতা করে বলেন, "জনগণের CASA/সেভিংস ডিপোজিট ব্যাঙ্কগুলির কাছে অক্সিজেনস্বরূপ। এই প্রেক্ষিতে প্রাইভেট কোম্পানীগুলিকে পেমেন্ট ব্যাঙ্কের লাইসেন্স দেওয়া, যার মূল কাজ হবে ডিপোজিট সংগ্রহ করা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-এর মূলোচ্ছেদ করবার সামিল। এর ফলে ব্যাঙ্কিং সার্ভিসের খরচ বাড়বে এবং ক্ষুদ্র ও প্রায়োরিটি সেক্টরের লোনগুলির ক্ষেত্রে সুদের হার বেড়ে যাবে।"

সমস্যার মূল কোথায়?

গোটা টাল-মাটাল অবস্থটার মূল সমস্যাটিকে চিহ্নিত করেছেন RBI গভর্নর রাজন নিজেই। IMF-এর এই প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং G-30-এর সদস্য বলেন, "আমরা বাস করছি প্রতিদিন বেড়ে চলা এক অনিশ্চয়তার পৃথিবীতে। আর্থিক সংকটের (২০০৮) ৭ বছর পর, উন্নত অর্থনীতিগুলো এখনও ধীরগতিতে চলছে, যেখানে উন্নয়নশীল অর্থনীতির একাধিক দেশ কঠিনতার সম্মুখীন হচ্ছে যেহেতু এখনও পুরোনো রপ্তানি-ভিত্তিক গ্রোথ মডেলের ধারা অব্যাহত।" অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরোনোর যে পথ গ্রহণ করা হচ্ছে, রাজন তাকে তুলনা করেন 'তাস-পাশানোর খেলা'-র সাথে, যে একটা অর্থনীতি তার সংকটকে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর এক জায়গায়, আর সে আবার আর এক জায়গায়। ব্যাঙ্ক অব জাপানের গভর্নর হাসুহিকো কুরোডাও আজকের অর্থনীতিকে দেখেন 'পিটার প্যান' নামক সেই কাল্পনিক বালক হিসাবে, যে উড়তে পারে কিন্তু কখনই বড়ো হয় না।

স্টালিনের পাখি

গত জুন মাসের ২৫ তারিখ লন্ডন বিজনেস স্কুলের এক কনফরেন্সে ড: রাজন বলেন, "আমি উদ্বিগ্ন যে আমরা ক্রমশঃ সেই ধরনের সমস্যায় পড়তে চলেছি যা ১৯৩০-এর সময় গ্রোথ বাড়াতে গিয়ে হয়েছিল। এবং আমি মনে করি এটা গোটা পৃথিবীর সমস্যা। এটা আজ কেবল শিল্পোন্নত দেশগুলোর বা উন্নয়নশীল বাজারগুলোর সমস্যা নয়, এটা এখন আরও বড় খেলা।" বিশ্ব-অর্থনীতির আজকের সংকটকে পুঁজিবাদ বা নয়াউদারবাদের প্রবক্তারাও স্পষ্ট বুঝছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মার্কসবাদীরা আজ এ বিষয়ে দিক্‌ভ্রান্ত। মানি-মার্কেটেই সব প্রফিটের খেলা চলছে, সুতরাং উৎপাদন ও তাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম-এর মধ্যে দিয়ে কী হবে, এই হতাশায় আজ এই ঘরানার তাত্ত্বিক ও কর্মীরা ডুবে রয়েছেন। তাঁদের জন্য আমরা উদাহরণস্বরূপ জানাতে চাই সাম্প্রতিক সুদের হার না কমনোর পিছনে RBI-এর যুক্তি কী কী ছিল।—এক, ক্রুড অয়েল-এর দামকে কেন্দ্র করে বিশ্বরাজনীতির ডামাডোল; দুই, মার্কিন ফেডেরাল রিসার্ভের 'রেট' বাড়িয়ে তোলা; আর তিন, যা মুখ্য বিষয়, **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতির অনিশ্চয়তা**। আসলে গোটা অর্থনীতিটাই আটকে পড়ছে উৎপাদন ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার পাঁকে। গ্রোথ রেট বাড়াতে গেলে সুদ কমাতে হবে, সুদ কমালে ইনফ্লেশন বেড়ে যাবে, অর্থনীতিতে ধস নেমে যাবে। এ হল স্টালিনের দেখানো সেই পাখি, যার পা আটকে পড়েছে কাদায়, মাথা উঁচু করতে গেলে লেজ কাদায় ডুবে যাচ্ছে, লেজ বাঁচাতে গেলে মুখে কাদা মেখে যাচ্ছে। অতঃকীম!

* ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫, RBI ৫০ পয়েন্ট 'রেট কাট'-এর মাধ্যমে সুদের হার ৬.৭৫%-এ নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিল।

'জবরদখল'-এর পক্ষ থেকে অরিত্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং গীতা প্রিন্টার্স ৫১এ ঝামাপুকুর লেন কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত